প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৩ ও ২০১৪ বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বুধবার, ৮ চৈত্র ১৪২৩, ২২ মার্চ ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় কৃতী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৩ ও ২০১৪' বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেধাবী ও কৃতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

শিক্ষক্ষেত্রে বিনিয়োগ শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। জ্ঞানই একমাত্র সম্পদ যা প্রয়োগে কমে না, বাড়ে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও পারদর্শী জনগোষ্ঠী । বিশ্বের উন্নত দেশগুলো শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই নিজেদের উন্নয়ন অর্জন করেছে। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরাও শিক্ষাকে স্থান দিয়েছি সবার উপরে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে শিক্ষাকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রবেতন মওকুফ করেন। হাজার হাজার বিধ্বস্ত স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন।

জাতির পিতা দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জাতির পিতা বলেছিলেন, ''আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষৎ গঠনে সক্ষম।''

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে চরম নৈরাজ্য। ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বইয়ের বদলে অস্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলে অস্ত্রের ঝনঝনানি। সেশনজট অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সুধিবৃন্দ,

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এরফলে মাত্র দু'বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫.৫ শতাংশ। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে। সাক্ষরতার হার ২০ শতাংশ কমে ৪৪ শতাংশে নেমে আসে।

২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠন করি। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়। আমরা ২০১০ সালে যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

বর্তমান সরকার ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। এ বছর ১লা জানুয়ারি ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। গত আট বছরে সর্বমোট প্রায় ২২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ১১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছেলে-মেয়েদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদানের জন্য এক হাজার কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩১ হাজার ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সরকারি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২০০৯ সালে দেশে মোট সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪টি যা বর্তমানে ৩৬ টিতে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৯টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২৮টি।

আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বিশাল সমুদ্র এলাকায় এখন সমুদ্রসম্পদ আহরণের পথ সুগম হয়েছে। আমরা কক্সবাজারে সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি। সেখানে সমুদ্রসম্পদ গবেষণার জন্য সী এ্যাকুরিয়াম তৈরি করা হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা হবে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন দক্ষ, উদ্ভাবন জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত জনবল।

সুধিমন্ডলী,

উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ৪৪টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৪২টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব জেলায় একটি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ৮.১ কোটি ডলার ব্যয়ে 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প' (HEQEP) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় শ্রেণিকক্ষ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, ল্যাবরেটরি উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, লাইব্রেরি উন্নয়ন এবং ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Research and Education Network (BdREN) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চগতির নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। ফলে বিশ্বজ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের সংযোগ স্থাপন ও তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

আমরা বিশববিদ্যালয়সমূহের মান বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যার দায়িত্ব হবে শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-রাসায়নিক উপকরণ, বই-জার্নাল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিপুল জনগোষ্ঠী, সীমিত সম্পদ, কৃষি জমির অপ্রতুলতার মধ্যে আমাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তাই গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

প্রিয় কৃতী শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আজকের এই অনুষ্ঠানে ২৩৩ জন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী স্বর্ণপদক পেয়েছো। তোমাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

তোমাদের এই সাফল্যে তোমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ গৌরবান্বিত হয়েছেন। তোমাদের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশি।

আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে, তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য তোমাদের মেধাকে কাজে লাগাবে। বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় মনযোগী হবে।

কোন শিক্ষার্থী যাতে বিপথগামী হয়ে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,

আপনারা জাতির বিবেক এবং মানুষ গড়ার কারিগর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আপনাদের। সকল প্রকার প্রভাব ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে এবং দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবেন। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যোগ্য নেতৃত্বদানে সক্ষম নতুন প্রজন্ম তৈরিতে ভূমিকা রাখবেন।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা এমডিজি সফলভাবে অর্জন করেছি। এসডিজি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

দেশে গণতন্ত্র চর্চা ও সুশাসন অব্যাহত রেখে সুশিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনগণকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব, ইনশাআল্লাহ।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...